কালের কণ্ঠ

করপোরেট ক্যাম্প থেকে

শিশির মনির

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ০০:০০ | পড়া যাবে ৪ মিনিটে

অ- অ অ+

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকস ফোরামের (বিইউবিইএফ) আয়োজনে ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের (বিইউএলডিএফ) সহযোগিতায়

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির সাভার ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী 'ন্যাশনাল করপোরেট ক্যাম্প-২০১৮'। শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও বাজারমুখী মানবসম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ আবাসিক ক্যাম্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়টির কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অফিস।

৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. এ টি এম নুরুল আমিন। আরো উপস্থিত ছিলেন বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. ইফতেখার গনি চৌধুরী। এদিন প্রথম সেশনে মার্কেটিং রিসার্চ, সেলস ফর কাস্টিং, কাস্টমার সার্ভিস ও নেগোসিয়েশনের ওপর আলোচনা করেন লিংক থ্রি টেকনোলজিসের চিফ মার্কেটিং অফিসার তারিকুল কামরুল। দ্বিতীয় সেশনে পাবলিক স্পিকিং, প্রেজেন্টেশন ও করপোরেট গ্রোমিংয়ের পাঠ দেন রহিমআফরোজ সুপারস্টোরের কনসাল্ট অ্যান্ড ট্রেইনার হামজা মাহবুব। দিনের তৃতীয় সেশনে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের ওপর আলোকপাত করেন সাউথ টেকের বিজনেস অ্যানালিস্ট আহমেদ কবীর চয়ন।

করপোরেট ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে আর্ট অব মার্কেটিংয়ের ওপর চারটি পৃথক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেশনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ব্র্যান্ড ও ফিডব্যাক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেন ডেইলি স্টারের হেড অব মার্কেটিং তানজিম ফেরদৌস। দ্বিতীয় সেশনে কভার লেটার ও সিভি রাইটিংয়ে পরামর্শ দেন স্যানোফির এইচআর প্রসেস অ্যান্ড এনগেজমেন্ট বিভাগের ম্যানেজার সালমা এম মান্নান। তৃতীয় সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি এ এস এম মারুফ কবির পাওয়ার অব কমিউনিকেশন নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন শেষ ভাগে ইন্টারভিউ টিপস ও মক ইন্টারভিউ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এটির ট্রেইনার ছিলেন যমুনা ব্যাংকের এইচআর স্পেশালিস্ট এস এম ওয়ালিউল্লাহ হোসেন।

তৃতীয় ও শেষ দিনের আলোচনার বিষয় ছিল আর্ট অব ক্রিয়েটিং করপোরেশন। প্রথম সেশনে অ্যাসটিউট হর্সের সিইও শাহাদত হোসেন আলোচনা করেন সার্ভিস মার্কেটিংয়ের ওপর। পরের সেশনে 'হাউ টু স্টার্ট-আপ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ওয়াইওয়াই গোষ্ঠীর সিইও সজীব এম খাইরুল ইসলাম। তৃতীয় সেশনে করপোরেট জীবনে নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে 'ইথিকস ও মোরালিটি' সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সেশনের বক্তা ছিলেন ইথিকস ক্লাব বাংলাদেশের উপদেষ্টা, কবি আসাদ চৌধুরী। করপোরেট ক্যাম্পের শেষ দিনের প্রধান অতিথিও ছিলেন তিনি।

করপোরেট ক্যাম্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের সহকারী অধ্যাপক ও অফিস অব কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের ডিরেক্টর দিলারা আফরোজ খান জানান, ‘শিক্ষার্থীদের আমরা গতানুগতিক ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। এর পরও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মাঝেই বাস্তবসম্মত জ্ঞানের ঘাটতি থেকে যায়। এ ঘাটতি দূর করার জন্যই মূলত এ আয়োজন। তাঁদের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য আমরা এ ক্যাম্পে দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট ব্যক্তিদের হাজির করেছি।’

বিইউবিইএফের ডিপার্টমেন্ট হেড ওয়াসেক বিন বশির জানান, ‘করপোরেট জগেক আরো ভিন্ন ও গভীরভাবে চিনতে চেয়েছি আমরা। শিক্ষা কার্যক্রমে করপোরেট জগেক যেভাবে দেখি, সেটির সঙ্গে বাস্তবে কতটুকু মিল ও অমিল, তা বোঝার তাড়না থেকেই এই ক্যাম্পের আয়োজন।’

করপোরেট ক্যাম্পে অংশ নেওয়া ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিবিএ পঞ্চম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী জোয়াইরিয়া বিনতে মনোয়ার বলেন, ‘পড়াশোনা শেষে করপোরেট জগতে পা রাখার স্বপ্ন আমরা অনেকেই দেখি। কিন্তু সে জন্য কিভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয় এ ব্যাপারে অনেকেরই ধারণা নেই। এই আবাসিক ক্যাম্পে আমরা করপোরেট জগতের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি।’

বিইউএলডিএফের হেড অব ডিরেক্টর শাহরিয়ার খান বলেন, ‘বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ ক্যাম্পে অংশ নেওয়ায় আমাদের মধ্যে এক ধরনের নেটওয়ার্কও গড়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট সেশনের বাইরে কালচারাল ক্যাম্পসহ নানা রকমের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থাও আমরা করেছি। তিন দিন দুই রাতের এই আবাসিক ক্যাম্পে থাকার ফলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।’

১০ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পের সমাপনী সেশনে বক্তব্য দেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আজিম, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. আবদুল মোত্তালিব, ক্যাম্পের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে কাজ করা এনআরবি জবস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ই চৌধুরী।